যুগান্তর

09 NOV 2013

পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

দুই ভার্সিটির সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ সিলেটের শিক্ষার্থীদের

সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ১ম বর্ষের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার এমন সিদ্ধান্তে যশোরে পরীক্ষা দিয়ে শাবিতে ভর্তির স্বর্ণ সুযোগ পাচ্ছে সেখানকার শিক্ষার্থীরা। এ পদ্ধতিতে যশোর অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়ায় সিলেটের অধিকাংশ শিক্ষার্থী শাবির ভর্তি পরীক্ষায় ছিটকে পড়তে পারেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। এছাড়া ভর্তি নীতিমালায় প্রার্থী বাছাই তালিকা কীভাবে প্রকাশ করা হবে তা সুস্পষ্ট না থাকায় অনিয়ম হওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে। জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সিলেটবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৩টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ বছর সিলেটবাসীকে বঞ্চিত করার জন্য সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশ না নিলেও ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করা যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। এ নিয়ে ক্ষোভ বিরাজ করছে সিলেটবাসীর মনে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় সিলেটের শিক্ষার্থীদের যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি আবেদনের হার খুবই কম। দেশের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় শাহজালালে যশোরের শিক্ষার্থীরা বেশি আবেদন করেছে। এতে এবার সিলেটের শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণের হার কমে যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। গত বছর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি আবেদন করে ৪০ হাজার ৮৮১, যা এবার দাঁড়িয়েছে ৪৯ হাজার ৪৪২ জনে। অন্যদিকে যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছে মাত্র ১১ হাজার ৪৩৮ জন। দেশের সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তাদের নিজস্ব কাঠামোর মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে, তখন শাবিতে ভর্তি হতে যশোরে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে কার স্বার্থে এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে। তারা অবিলম্বে অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় শাবির ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।